



37695 - বাসা থেকে ইমামের সাথে ইকতাদি করার হুকুম

প্রশ্ন

বাসা থেকে ইমামের পছিনে নামায পড়ার হুকুম কি? মসজদিরে মনিারা বাসার ছাদরে পার্শ্ববর্তী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বাসা থেকে মসজদিরে ইমামের পছিনে নামায পড়া শুদ্ধ নয়।

মসজদিরে ইমামের সাথে বাসা থেকে নামায পড়া শুদ্ধ হবে না; যদি না মুক্তাদি মসজদিরে ভেতরে না থাকে কিংবা মসজদিরে বাহিরে থাকলেও কাতার সংযুক্ত থাকে। যমেন যদি মসজদি মুসল্লতি ভেতরে যায়; তখন কটে কটে মসজদিরে বাহিরে নামায পড়ে; তাহলে তাদরে নামায সহি হবে।

পক্ষান্তরে মসজদিরে ভেতরে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজদিরে বাহিরে নামায পড়লে সেই নামায সহি হবে না।

স্থায়ী কমটিকি প্রশ্ন করা হয়েছিল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি নিজের বাসায় জামাত করে নামায পড়ছে মসজদিরে মাইক থেকে সাউন্ড শুনান মাধ্যমে। ইমাম ও মুক্তাদরি মাঝে কোন সংযোগ ছিল না; যমেনটি মওসুমের সময় মক্কা ও মদনিতা ঘটে থাকে?

জবাবে তারা বলেন:

“নামায সঠিক হবে না। এটি শাফয়ে মাযহাবের অভিমত এবং ইমাম আহমাদও এটি বলছেন। তবে যদি কাতারগুলো তার বাসার সাথে সংযোগ হয়ে যায় এবং ইমামকে দেখা ও ইমামের কথা শুনান মাধ্যমে তিনি ইমামের ইকতাদি করতে পারেন; তাহলে সঠিক হবে। কোনা মুসলমিরে ওপর ওয়াজবি হলো আল্লাহর ঘরসমূহে অন্য মুসলমি ভাইদের সাথে জামাতের সাথে নামায আদায় করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আযান শুনবে (মসজদি) আসনে; তার কোন নামায নাই। তবে কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।” [সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুস্তাদরাকে হাকমে] হাফযে ইবনে হাজার বলছেন: হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলমিরে শরতে উন্নীত। এবং অন্ধ লোকটি যখন নিজ ঘরে নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা করলেন তখন তিনি বললেন: “তুমি কি নামাযের আযান শুন? লোকটি বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তাহলে সাড়া দাও” [সহি মুসলমি] আল্লাহই তাওফকিরে মালিক।



ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়মিা (৮/৩২)